কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট/ লেখ এক্তিয়ার

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৬৮৩৭

রঞ্জিত কুমার কেশরী ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর পক্ষে - শ্রী দেবব্রত সাহা রায়

শ্রী পিঙ্গল ভট্টাচার্য

শ্রী শুভঙ্কর দাস

......আইনজীবী

রাজ্যের জন্য - শ্রী সুশোভন সেনগুপ্ত

শ্রীমতী মুনমুন তিওয়ারি

......আইনজীবীরা

শুনানি - ১৭.০৪.২০২৩

রায় - ২৬.০৯.২০২৩

বিচারপতি, জয় সেনগুপ্ত:

১. এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের প্রধান সচিব কর্তৃক জারি করা ২০.০৬.২০১৯ তারিখের কথিত আদেশ বাতিল এবং প্রত্যাহার করার জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশনা প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং আবেদনকারীদের ফার্মটি পুনর্গঠন করার এবং উক্ত পুনর্গঠিত ফার্মের পক্ষে এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

২. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত শিক্ষিত কৌঁসুলি নিম্নরূপ জমা দিয়েছেন। ০১.০৪.১৯৯৩-এ আবেদনকারীদের পূর্বসূরীদের মধ্যে স্বার্থে একটি অংশীদারিত্ব দলিল কার্যকর করা হয়েছিল, যেমন হরিকিশন প্রসাদ, হরিদ্বার প্রসাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ, সকলেই মারা যাওয়ার পর থেকে, "মেসার্স শিপুজন রাম রাম তপস্যা প্রসাদ" নামে এবং শৈলীতে। অংশীদারিত্ব সংস্থাটিকে মালদা জেলার ইংলিশ বাজার পিএস-এর অধীনে মালদা শহরে এম. আর. ডিস্ট্রিবিউটরশিপ লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। উক্ত অংশীদারিত্ব দলিলের ১৫ এবং ১৬ প্রকরনে বলা হয়েছে যে মৃত্যু এবং অংশীদার/অংশীদারদের অবসর গ্রহণের পরে, বেঁচে থাকা/বিদ্যমান অংশীদারদের বিতরণ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং মৃত অংশীদার বা অবসরপ্রাপ্ত অংশীদারের মনোনীত উত্তরাধিকারীদের অংশীদারিত্বে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। ১৪.০৮.২০০৯-তে হরিদ্বার প্রসাদ মারা যান, কোনও আইনি উত্তরাধিকারী না রেখে। দুইজন বিদ্যমান অংশীদার ডিস্ট্রিবিউটরশিপ চালাচ্ছিলেন। ০১.০৪.২০১০-এ অংশীদারিত্ব সংস্থাটি পরিবারের সদস্যদের এবং বিদ্যমান অংশীদারদের আইনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুনর্গঠন করা হয়েছিল। ২২.১১.২০১০-এ পুনর্গঠিত অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহ করা হয়েছিল। তদন্ত করা হয়েছিল এবং মালদার চিফ ইন্সপেক্টর (এফএন্ডএস) দ্বারা আবেদনের সুপারিশ করে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। মালদার সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার (এফএন্ডএস) ও প্রার্থনার সুপারিশ করেছিলেন। জেলা নিয়ন্ত্রক (এফএন্ডএস), মালদা দৃঢ় সুপারিশ সহ ডিরেক্টর, ডিডিপি এবং ৮এস-এর কাছে ফাইলটি পাঠিয়েছিলেন। ১৮.০৭.২০১১-এ রাজেন্দ্র প্রসাদ মারা যান। ১১.১০.২০১১-এ ডিরেক্টর, ডিডিপিএন্ডএস এই প্রার্থনার সুপারিশ ও অনুমোদন করেন এবং এফএন্ডএস বিভাগে সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন। ০৮.১১.২০১১-এ হরিকিশন প্রসাদ মারা যান। সচিবালয় ফাইলটি রেখে দেয়

মুলতুবি হিসাবে। ০৮.০৮.২০১৩ তারিখে ২০০৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ কার্যকর হয়। ২০.০৬.২০১৪ তারিখে মালদা জেলা নিয়ন্ত্রক (এফ অ্যান্ড এস) ফার্মটিকে নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ এর অধীনে নতুন প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ২০.০৬.২০১৪ তারিখের যোগাযোগটি আবেদনকারীদের কাছে কখনও পাঠানো হয়নি এবং পূর্ববর্তী রিট আবেদনে রাজ্য কর্তৃক দাখিল করা হলফনামা-বিরোধী শপথপত্রেই, ২০.০৬.২০১৪ তারিখের যোগাযোগটি প্রকাশিত হয়। ২৩.০৩.২০১৮ তারিখে ডিডিপি অ্যান্ড এস-এর উপ-পরিচালক (লাইসেন্স) মালদা জেলা নিয়ন্ত্রক (এফ অ্যান্ড এস) কে উক্ত বিতরণকারীর পরিবর্তে এম.আর. বিতরণকারীর পদ শূন্য ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। ১২.০৯.২০১৮ তারিখে আবেদনকারীরা ডব্লিউ.পি. নামে একটি রিট আবেদন করেন। ২০১৮ সালের ৫৪৭৮ (ডব্লিউ) নং। ২০.০৬.২০১৯ তারিখে, এফ অ্যান্ড এস বিভাগের প্রধান সচিব আবেদনকারীদের আবেদন খারিজ করে দেন। ২৬.০৮.২০১৯ তারিখে প্রত্যাখ্যান আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, তাৎক্ষণিক রিট আবেদন দাখিল করা হয়। অংশীদারিত্ব সংস্থা পুনর্গঠন, একবার সমস্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে, পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ আদেশের উপর নির্ভর করে, পরবর্তীকালে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা যায়নি, যা আবেদন জমা দেওয়ার সময় এবং সমস্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশ কার্যকর ছিল না। সমস্ত অংশীদারদের জীবদ্দশায়, যেহেতু পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়েছিল এবং পুনর্গঠন কর্তৃপক্ষের আগত অংশীদারদের নাম বিতরণ লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল, পুনর্গঠনের বিবেচনার সময় অবসরপ্রাপ্ত অংশীদারদের পরবর্তী মৃত্যুর পরে, অবসরপ্রাপ্ত অংশীদারদের মৃত্যুর কারণে এই ধরনের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা যায়নি। যেহেতু অধিদপ্তর, ডিডিপি এবং এস স্তর পর্যন্ত, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকর হওয়ার আগে পুনর্গঠনের জন্য আবেদন অনুমোদিত হয়েছিল, যার জন্য উক্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ এর বিধানগুলি আহ্বান করা হয়েছিল

আবেদন প্রত্যাখ্যান সমর্থনযোগ্য ছিল না। ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৪২ নম্বর ধারার উপর নির্ভর করা হয়েছিল। বর্তমান মামলাটি সহানুভূতিশীল নিয়োগের আওতায় আসছিল না। বরং, এটি ১৯৩২ সালের অংশীদারিত্ব আইনের ৩১ এবং ৩২ ধারার অধীনে পরিচালিত অংশীদারিত্ব সংস্থা পুনর্গঠনের আওতায় এসেছিল। আবেদনকারীদের আবেদন ০১.০৪.১৯৯৩ তারিখের অংশীদারিত্ব দলিলের ১৫ এবং ১৬ ধারা অনুসারে বিবেচনা করা উচিত। কোনও কারণ ছাড়াই বিষয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা এবং পরবর্তীতে নতুন নিয়ন্ত্রণ আদেশের আশ্রয় নিয়ে প্রত্যাখ্যান করা - আইনের দৃষ্টিতে কোনওভাবেই টেকসই ছিল না। এটি আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি ছিল যে অন্যায়কারীরা তাদের নিজের ভুলের সুযোগ নিতে পারে না। ২০.০৬.২০১৯ তারিখের আদেশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এফ অ্যান্ড এস বিভাগের প্রধান সচিব চূড়ান্তভাবে অনুমান এবং অনুমানের ভিত্তিতে এবং কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই আবেদনকারীদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন, যা আইনের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য ছিল না। আবেদন জমা দেওয়ার তারিখে প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০০৩, শুধুমাত্র অংশীদারিত্ব সংস্থা পুনর্গঠনের আবেদন বিবেচনা করার সময়ই বিবেচনা করা উচিত। ২০১৬ (৪) WBLR (ক্যাল) ১৬১, অরবিন্দ গুপ্ত বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা ক্ষেত্রে, ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের রায় বহাল রাখে এবং মাতাদিনের মামলা, AIR ২০১৬ (ক্যাল) ২৫১ (অরবিন্দ গুপ্ত মামলার ডিভিশন বেঞ্চের অপ্রকাশিত রায়) মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে অন্য ডিভিশন বেঞ্চও ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য কর্তৃক দাখিল করা একটি SLP খরচ সহ খারিজ করে দেওয়া হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, ফার্ম পুনর্গঠনের জন্য আবেদনটি ২২.১১.২০১০ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল, যখন সমস্ত বিদ্যমান অংশীদার জীবিত ছিলেন

এবং এই ধরনের আবেদন সকল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছিল এবং পরিণামে, পরিচালক, ডিডিপি এবং এসও ১১.১০.২০১১ তারিখে এটি অনুমোদন করেছিলেন। এরপর সচিবালয় কোনও কারণ ছাড়াই আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে বিষয়টি বিচারাধীন রেখেছিল এবং শেষ পর্যন্ত, ২০১৩ সালের নতুন নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি হওয়ার পর, ২০.০৬.২০১৪ তারিখে নতুন নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ (০৮.০৮.২০১৩ থেকে কার্যকর) এর অধীনে নতুন আবেদন জমা দেওয়ার জন্য একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। ২০০৭ (১১) এসসিসি ৪৪৭, কুশেশ্বর প্রসাদ সিং বনাম বিহার রাজ্যে মামলার উপর নির্ভর করা হয়েছিল।

৩. বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী নিম্নরূপ দাখিল করেছেন। এটি একটি সত্য যে, ২০১৩ সালের ১৩ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের W.P. No. 5478 (W) of 2018 (রঞ্জিত কুমার কেশরী ও অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা) এর গুরুতর আদেশ অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের তৎকালীন প্রধান সচিব, ২০ জুন, ২০১৯ তারিখে রিট আবেদনকারীদের প্রতিনিধি সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের শুনানির সুযোগ দিয়েছিলেন এবং রিট আবেদনকারীদের দাখিলকৃত বক্তব্য শোনার পর এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পর্যালোচনা করার পর, তৎকালীন প্রধান সচিব একটি আদেশ প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট হন। তৎকালীন প্রধান সচিব, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, তাৎক্ষণিকভাবে কথিত রিট আবেদনটি W.P.A. সকল যোগ্যতার মানদণ্ড এবং সকল কর্তৃপক্ষের সুপারিশ পূরণ করা সত্ত্বেও রিট আবেদনকারীকে ফার্ম পুনর্গঠনের অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ২০১৯ সালের ১৬৮৩৭ নং মামলাটি এই মাননীয় আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। মূলত বিতরণ লাইসেন্সটি অংশীদারিত্ব সংস্থা মেসার্স শিপুজন রামরামের পক্ষে মঞ্জুর করা হয়েছিল

তপস্যা প্রসাদ তৎকালীন অংশীদারদের নিয়ে গঠিত হরিকিষাণ প্রসাদ, হরিদ্বার প্রসাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ। 14 আগস্ট, 2009-এ হরিদ্বার প্রসাদের মৃত্যুর পর, 22 নভেম্বর, 2010-এ উল্লিখিত অংশীদারি সংস্থার পক্ষ থেকে এবং তার পক্ষ থেকে লাইসেন্স হস্তান্তরের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যা নিম্নলিখিত অংশীদারদের সমন্বয়ে 29 এপ্রিল, 2010 থেকে পুনর্গঠিত হয়েছিল - শ্রী রঞ্জিত কুমার কেশরী, এস/ও। রাজেন্দ্র প্রসাদ কেশরী (শেয়ার 33%); শ্রী সৌমেন কেশরী, হরিকিশান প্রসাদের নাতি (শেয়ার ৩৩%); শ্রী বিশাল কেশরী, এস/ও. সুরেশ প্রসাদ (শেয়ার 17%), এবং শ্রীমতি। কবিতা কেশরী, রণজিতের স্ত্রী। কেশরী (শেয়ার 17%)। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক ছিল যে, যখন উক্ত ফার্মের পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছিল, তখন আবেদনের তারিখে বিদ্যমান অন্য দুই অংশীদার, হরিকিষণ প্রসাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ জীবিত ছিলেন এবং উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থাটিকে মালদা জেলার ইংরেজি বাজার থানায় তাদের বিতরণ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। উক্ত ফার্মের পুনর্গঠনের জন্য এই প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। তাছাড়া, উপরে উল্লিখিত অন্য দুই বিদ্যমান অংশীদার ইতিমধ্যে মারা যান এবং উক্ত ফার্মের লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলী এবং ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশে অন্তর্ভুক্ত বিধিবদ্ধ বিধান বিবেচনা করে, উক্ত ফার্মটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। অন্য কথায়, একইভাবে উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে, লাইসেন্সধারী ছাড়া অন্য কেউ এই লাইসেন্সটি পরিচালনা করার অধিকার দাবি করতে পারেনি

উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থাটি বাস্তব সময়ে। পূর্ববর্তী সময়ে উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থাটির পুনর্গঠনের প্রস্তাবের বিষয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, যখন অন্য দুই অংশীদার জীবিত ছিলেন, কিন্তু উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থার অন্য দুই অংশীদারের মৃত্যুর পর তা টিকে থাকেনি এবং তাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পুনর্গঠিত সংস্থাটিকে অনুমোদন করতে এবং উক্ত সংস্থার নামে লাইসেন্স প্রদান করতে অক্ষম ছিল। এখানে রিট আবেদনকারীদের ইংরেজি-বাজার, মালদা-তে এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ব্যবসার শূন্যপদে নতুন করে আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম কন্ট্রোল অর্ডার-২০১৩-এর অনুচ্ছেদ ২৬ অনুসারে উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থাটির বিলুপ্তি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিতরণ ব্যবসার একই স্থানে শূন্যপদ ঘোষণার অন্যতম কারণ ছিল।

৪. আমি পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং রিট আবেদন, হলফনামা এবং দাখিলের লিখিত নোটগুলি পর্যালোচনা করেছি।

৫. মামলার সঠিক বিচারের জন্য, নিম্নলিখিত স্বীকৃত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। ০১.০৪.১৯৯৩ তারিখে আবেদনকারীদের পূর্বসূরীদের স্বার্থে, যথা হরিকিষণ প্রসাদ, হরিদ্বার প্রসাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যে, যারা সকলেই মৃত, "মেসার্স শিপুজন রাম রাম তাপস্য প্রসাদ" নামে এবং স্টাইলে একটি অংশীদারিত্বের দলিল সম্পাদন করা হয়েছিল। অংশীদারিত্বের দলিলের ধারা ১৫ এবং ১৬ অনুসারে, অংশীদার/অংশীদারদের মৃত্যু এবং অবসর গ্রহণের পরে, জীবিত/বিদ্যমান অংশীদাররা বিতরণের লাইসেন্স এবং উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকারী হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবেন।

মৃত অংশীদার অথবা অবসরপ্রাপ্ত অংশীদারের মনোনীত ব্যক্তিকে অংশীদারিত্বে যোগদানের অনুমতি দেওয়া উচিত। ১৪.০৮.২০০৯ তারিখে হরিদ্বার প্রসাদ মারা যান, কোনও আইনি উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। ০১.০৪.২০১০ তারিখে অংশীদারিত্ব সংস্থা পুনর্গঠন করা হয়। ২২.১১.২০১০ তারিখে ফার্মটি লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদন করে। তদন্ত পরিচালিত হয় এবং প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। এসডিসি (এফএমএস)ও প্রার্থনার সুপারিশ করে। জেলা নিয়ন্ত্রক ফাইলটি পরিচালক ডিডিপি অ্যান্ড এস-এর কাছে প্রেরণ করেন। তবে, ১৮.০৭.২০১১ তারিখে রাজেন্দ্র প্রসাদও মারা যান। ১১.১০.২০১১ তারিখে পরিচালক ডিডিপি অ্যান্ড এস সরকারের কাছে অনুমোদন চেয়েছিলেন। এই পর্যায়ে, ০৮.১১.২০১১ তারিখে মূল ফার্মের অপর জীবিত অংশীদার হরিকিষণ প্রসাদ মারা যান। ০৮.০৮.২০১৩ তারিখে ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকর হয়। ২০.০৬.২০১৪ তারিখে জেলা নিয়ন্ত্রক নতুন নিয়ন্ত্রণ আদেশের অধীনে একটি নতুন প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য ফার্মটিকে নির্দেশ দেন। ১২.০৯.২০১৮ তারিখে আবেদনকারীরা ২০১৮ সালের WP নং ৫৪৭৮ (W) নামে একটি রিট আবেদন করেন। এরপর, ২০.০৬.২০১৯ তারিখে প্রধান সচিব আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দেন। এই প্রত্যাখ্যান আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে তাৎক্ষণিক রিট আবেদন দাখিল করা হয়।

৬. এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে ব্যবসায়ীদের অধিকার এবং পুনর্গঠিত সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়ার বিধান সম্পর্কিত মামলা কেবল অংশীদারিত্ব আইন ১৯৩২ দ্বারা পরিচালিত হবে না, তবে প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্র পরিচালনাকারী প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ আদেশ দ্বারাও পরিচালিত হবে।

৭. এটা সত্যিই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে ফার্মের পুনর্গঠন এবং নতুন লাইসেন্স প্রদানের আবেদন কিছু সময়ের জন্য মুলতুবি ছিল। পরবর্তীকালে, এই আদালত একটি রায় জারি করে যে সিদ্ধান্তটি তৈরি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে। তবে, এটি নয়

আইনের অবস্থান যে যদি পিটিশনটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে মুলতুবি রাখা হয়, তবে আবেদনটি অনুমোদিত বলে মনে করা হবে।

৮. এই ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আবেদনকারীদের আবেদন বিচারাধীন থাকাকালীন বিতরণ লাইসেন্সধারী মূল অংশীদারিত্ব সংস্থার সমস্ত জীবিত অংশীদার মারা গিয়েছিলেন। শেষ অংশীদারের মৃত্যুর পরে, সংস্থাটি বিতরণ লাইসেন্সধারীর তুলনায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল বলে মনে করা হবে। লাইসেন্সধারী ছাড়া অন্য কেউ এই ধরনের লাইসেন্স পরিচালনার অধিকার দাবি করার অধিকারী ছিলেন না। অতএব, ফার্মের বেঁচে থাকা অংশীদারদের মৃত্যুর পরে পূর্ববর্তী সময়ে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা টিকতে পারেনি।

৯. তা সত্ত্বেও এবং সম্ভবত মামলার অদ্ভুত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেবল ফার্ম পুনর্গঠন এবং একই লাইসেন্স চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেনি, তবে রিট আবেদনকারীদের মালদার ইংলিশ বাজারে এমআর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ব্যবসার শূন্যতার বিরুদ্ধে নতুন করে আবেদন করার স্বাধীনতাও দিয়েছে।

১০. উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের মতে, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ২৬ অনুচ্ছেদে উক্ত অংশীদারিত্ব সংস্থাটির কার্যকর বিলুপ্তি অন্যতম কারণ ছিল যা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ ব্যবসার একই স্থানে শূন্যপদের ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছিল।

১১. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি বর্তমান আবেদনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাচ্ছি না।

১২. তদনুসারে, রিট পিটিশন খারিজ করা হয়।

১৩. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৪. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

(বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal